দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..01 NOV 2016.....
পৃষ্ঠা ৬ ..... কলাম ৫ ....

যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা

মুর্শিদা খানম

দেশের উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গঠনে শিক্ষাকে এবং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে হবে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমূলক, সময়োচিত, কার্য-নির্দেশক, ব্যবহারিক এবং গতিশীল হতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অপর্যাপ্ত, বলা যায়, অনুপযোগী। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যেসব যোগ্যতা অর্জন করার কথা তার বিবেচনায় এ শিক্ষার মেয়াদ সংক্ষিপ্ত, অপর্যাপ্ত। প্রয়োজন এ শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি। শিক্ষার বর্তমান অবকাঠামো আপাতত পরিবর্তন না করে, ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি না করে এবং শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি না করেও কম সময়ে কম খরচে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি সম্ভব। কারণ বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকদের ৮০ ভাগই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা তাদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। তাই, সরকারের শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নকে স্বাগত জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষকরা। শুধু তাই নয়, এর দ্রুত বাস্তবায়ন আজ গোটা জাতির প্রত্যাশা। স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে এসেছে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত। বর্তমান সরকার আরো অধিক শিক্ষাবান্ধব হওয়ায় দেশে এখন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, জাতীয়করণের ছায়াতলে দেশের সকল বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার পথে নতুন গতি পেয়েছে। নির্মাণ হচ্ছে নতুন নতুন অবকাঠামো, ডিজিটাল ক্লাসরুম, চলছে আকর্ষণীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। বাস্তবায়ন পাচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা। এতে থাকছে বাংলাদেশের সবধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত সাতটি বিষয় একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ অভিভাবকের পেশা নির্বিশেষে সবাই একীভূত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে আট বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ পাবে। এজন্য বহুমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। অপর অংশ মেধার ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষায় যাবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শিক্ষার সকল বিষয়েই নৈতিকতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সাথে ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতার বিকাশের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে ধারণা গঠন ও সৃজনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধির উপরও জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা ও সুকুমার শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, জাতীয় 'শিক্ষানীতি ২০১০' জাতির জন্য এক মাইলফলক। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং প্রসার ঘটেছে এ নীতির মাধ্যমে। তবে এ শিক্ষানীতির বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। এতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ নীতিতে এটা বাস্তাবায়নের কোনো প্রকার দিক নির্দেশনা শিক্ষানীতিতে দেওয়া হয়নি। অনেক কম সময়ে অর্থাৎ, মাত্র চার মাসের মধ্যে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে কিছু অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তবে এগুলো কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এ শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় পরিবর্তন সূচনা করতে পারে। ইতোমধ্যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ, দেশ ও বিশ্বের কথা বিবেচনায় রেখে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উপযোগী অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন করা হয়েছে।

উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আওতায় প্রথম থেকে দশম শ্রেণির জন্য ১১১টি নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এগুলোর অবলম্বনে সারাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষায় 'সৃজনশীল প্রশ্ন' প্রবর্তন করা হয়েছে। সৃজনশীল ক্ষমতা মূল্যায়নের পূর্বে শ্রেণিকক্ষে চিন্তা-উদ্দীপক প্রশ্ন ও কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ নতুন শিক্ষাক্রমে রাখা হয়েছে। মুখস্থ করার পরিবর্তে ধারণা লাভ, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ রাখা হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীর কর্মবিমুখতা প্রবণতার পরিবর্তন করে শিক্ষার মাধ্যমে কায়িক শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে 'কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন পাঠপুস্তক প্রণয়নে নতুনত্ব দেখা যাচ্ছে, যা শিক্ষার্থীকে স্বপ্ন দেখতে এবং বাস্তবায়ন করতে উৎসাহ যোগাবে। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর মাঝে প্রাসঙ্গিক স্থানে যেমন- বিষয়বস্তু উপস্থাপনে পর্যাপ্ত রঙিন ছবি, নকশা সারণি রয়েছে। এছাড়াও মূল্যায়ন বক্সে কাজ দেয়া আছে, যাতে শিক্ষার্থীরা একক ও দলগতভাবে হাতে-কলমে কাজ করে শিখবে। মূল্যায়ন শিখন-শেখানো পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও মূল্যায়নে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। আর এ সবকিছু প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো যুগোপযোগী করে তুলছে। তবে শেষ কথা হচ্ছে, ভাল শিক্ষানীতি, ভাল শিক্ষাক্রম থেকে ভাল ফলাফল অর্জন করতে হলে এর সঠিক বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। শুধু সরকার নয়, দায়িত্ব সকলের। সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের। বিশেষ করে শিক্ষকের আন্তরিকতা, জ্ঞান-দক্ষতা ও সঠিক উপায়ে শিক্ষা প্রদানে প্রত্যাশিত ফিডব্যাক আশা করা যায়। সেজন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নযোগ্য শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর যোগান ও শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি। সর্বশেষে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কথার সুর ধরেই বলতে হয়, শিক্ষানীতি কোনো বাইবেল নয় যে, পরিবর্তন করা যাবে না। প্রয়োজনে সংশোধনের সুযোগ নিয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা আরো দ্রুত বাস্তবায়ন চায় জাতি। জাতির এ প্রত্যাশা নিয়ে আরো যুগোপযোগী হোক প্রাথমিক শিক্ষা, এগিয়ে যাক সাফল্যের চূড়ায়, এটা এখন সময়ের দাবি।

● লেখক : শিক্ষার্থী, পি.এইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়